"শেখ হাসিনার বারতা
নারী-পুরুষ সমতা"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

"নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এবং যৌতুক বিরোধী জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটির" সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময়	:	১৭/১১/২০২২ খ্রি:, বিকাল ২.৩০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাল্টিপারপাস হল।
সভায় উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-"ক"

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যেগে "নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এবং যৌতুক বিরোধী জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটির" সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির সম্মতিক্রমে সচিব মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

০২। সভায় কমিটির সদস্য সচিব অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব মুহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান এনডিসি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। উপস্থাপনায় তিনি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এবং যৌতুক বিরোধী কার্যক্রম সংক্রান্ত গৃহীত বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন। পরবর্তীতে সচিব মহোদয় উপস্থিত সকলকে মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান।

০৩। সভায় মুক্ত আলোচনায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর মহাপরিচালক জনাব আনজীর লিটন জানান যে, শিশু আইন, ২০১৩ অনুযায়ী প্রণীত কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০) অনুসরণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও অদ্যকার সভার সভাপতি বলেন যে, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে পরবর্তীতে শিশু আইন, ২০১৩ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

০৪। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি যুগ্মসচিব জনাব মোহাম্মদ শাহীন জানান যে, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত শিশু আইনে কোন "সম্পূরক" তথ্য সংযোজন করতে হলে তা সাদরে গ্রহণ করা হবে। তিনি উপস্থাপিত "কর্মপরিকল্পনা" সম্পর্কে একমত পোষণ করেন এবং এ ধরণের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য এ মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানান।

০৫। ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশ এর প্রতিনিধি অতিরিক্ত ডিআইজি জনাব মো: হাসানুজ্জামান পিপিএম বলেন যে, ইউনিয়ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠিত অপরাধ দমনে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি বলেন ইউনিয়ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটিতে "বিট পুলিশিং" এর কার্যক্রম সম্পৃক্তকরণ করা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন যে, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ইউনিয়ন কমিটির কার্যক্রম আরো জোরদার করা প্রয়োজন।

০৬। জনাব ফরিদা পারভীন, মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর বলেন যে, উক্ত কর্মপরিকল্পনা অত্যন্ত সুন্দরভাবে তৈরী করা হয়েছে এবং উক্ত কর্মপরিকল্পনায় স্বল্প মেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রম রয়েছে।

০৭। জনাব আবেদা আক্তার, নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা তাঁর বক্তব্যে প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় জাতীয় মহিলা সংস্থাকে সম্পৃক্তকরণের অনুরোধ জানান।

০৮। জনাব মো: মুহিবুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব (শিশু ও সমন্বয়), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানান যে, করোনার কারণে প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় স্বল্পমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই। তিনি প্রণীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে Module Formulation করার কথা বলেন।

০৯। জনাব মো: সাঈদ উর রহমান, উপসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ এর প্রতিনিধি বলেন যে, প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যে মন্ত্রণালয়ের যে কাজ নির্দিষ্ট করা রয়েছে, তা চিহ্নিত করে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়কে পুনরায় পত্র প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান।

১০। আইন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জনাব মাকসুদা পারভীন, উপসচিব, বলেন যে, সারাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতনরোধকল্পে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল এর সংখ্যা ৪৬ টি থেকে ১০৬ টিতে বৃদ্ধিকরণ করা হয়েছে এবং জাতীয় আইনগত সংস্থা রয়েছে। সেখানে সকল নির্যাতিত নারী ও শিশু আইনগত সহায়তা পেয়ে থাকে। এছাড়াও মহিলা ও শিশুদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে।

১১। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এর প্রতিনিধি যুগ্মসচিব জনাব সরোজ কুমার নাথ বলেন যে, প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব উল্লেখ করে কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক আলাদা করে চিঠি দেয়া প্রয়োজন এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বাজেট বরাদ্দের কথা বলেন।

১২। স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতিনিধি যুগ্মসচিব মোহাম্মদ আব্দুল কাদের, কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের কথা বলেন।

১৩। জয়িতা ফাউন্ডেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আফরোজা খান বলেন, প্রণীত কর্মপরিকল্পনা-তে প্রবাস থেকে আগত যে সকল নারী গৃহকর্মীরা নির্যাতনের শিকার হয়ে দেশে ফেরত আসে, তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তর করা যেতে পারে।

১৪। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব নার্গিস খানম বলেন যে, নারী ও শিশু নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত গবেষণা প্রয়োজন। গবেষণা প্রতিবেদন থাকলে এ সম্পর্কিত নানা তথ্য আরো স্পষ্ট হবে।

১৫। জাতীয় কন্যাশিশু এ্যাডভোকেসি ফোরাম এর সাধারণ সম্পাদক নাছিমা আক্তার জলি বলেন যে, শিশুদের জন্য শিশু বিষয়ক একটি পৃথক অধিদপ্তর করা দরকার। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে বলেন যে, সময়ের প্রেক্ষিতে এ প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হবে।

১৬। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এর সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু বলেন যে, নারী ও শিশু নির্যাতন সম্পর্কিত ঘটনায় ভিকটিমের পাশে দ্রুত দাড়ানো দরকার এবং পাশাপাশি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাজকে আরো দৃশ্যমান করার পরামর্শ দেন। তিনি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর কাজসমূহকে মনিটরিং ও জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসার কথা বলেন।

১৭। উক্ত আলোচনায় দীপ্ত ফাউন্ডেশন এর নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকিয়া হাসান বলেন, সমন্বিতভাবে কাজ করা হলে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সম্ভব হবে।

১৮। মাননীয় সংসদ সদস্য-৩২০, মহিলা আসন-২০, অপরাজিতা হক উক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বলেন যে, নারীর ক্ষমতায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখন বিশ্বের রোল মডেল। তিনি বলেন, নারীর ক্ষমতায়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় একটা বড় সূচক। তিনি নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কিত গঠিত কমিটিগুলোতে মিডিয়াকে সম্পৃক্ত করার কথা বলেন।

১৯। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় বলেন যে, জাতিসংঘ কর্তৃক Convention on the Rights of the Child (CRC) ঘোষনার ১৫ বছর পূর্বেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশুদের উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং শিশু আইন, ১৯৭৪ প্রণয়ন করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করেন এবং তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়নে বর্তমান

সরকার বদ্ধপরিকর। তিনি জানান কোভিড-১৯ এর সময় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করেছে। সে সময় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে মনিটরিং কার্যক্রম ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। তিনি জানান কোভিড-১৯ এর সময় ৬৪ টি জেলায় অনলাইন এর মাধ্যমে মতবিনিময় সভা করা হয়েছে। কোভিড কালীন মাঠপর্যায়ে অফিস চালু ছিল। এছাড়াও নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার ১০৯, ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার, ওসিসি, ডিএনএ ল্যাব এর কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। তিনি আরো বলেন যে, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২০ অনুযায়ী ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি "মৃত্যুদন্ড" করা হয়েছে এবং ডিএনএ টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তিনি বলেন নারী ও শিশু নির্যাতন বিশ্বব্যাপি সমস্যা। এক্ষেত্রে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে এবং এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

২০। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র.নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
০১	নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০৩০ অনুযায়ী প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত কার্যক্রম চিহ্নিত করে তা স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন সংগ্রহ করতে হবে।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০২	নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের নিমিত্ত গঠিত ইউনিয়ন কমিটিতে কমিউনিটি পুলিশের সাথে বিট পুলিশের টিমকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
০৩	নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল এর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। সেমতে আইন ও বিচার বিভাগকে পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরাধ জানানো যায়।	আইন ও বিচার বিভাগ
০৪	নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০৫	প্রবাস থেকে ফেরত আসা নির্যাতিত নারী গৃহকর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তর করার বিষয়ে কর্মপন্থা নিরুপণের লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও জয়িতা ফাউন্ডেশনকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর জাতীয় মহিলা সংস্থা জয়িতা ফাউন্ডেশন
০৬	নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ নিরোধ এবং যৌতুক বিরোধী জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত একটি গবেষণা ইউনিট চালু করতে হবে।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

২১। অত:পর সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সভায় আগত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত
৩০/০১/২০২৩ খ্রি.
ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি
প্রতিমন্ত্রী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি
নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ
এবং
যৌতুক বিরোধী জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনা
সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি।

স্মারক নং -৩২.০০.০০০০.০৩৭.০৬.০৫৮.২০-২৫(৩৭) তারিখ: ০২/০২/২০২৩খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

০১। জনাব অপরাজিতা হক, মাননীয় সংসদ সদস্য-৩২০, মহিলা আসন-২০
০২। জনাব কানিজ ফাতেমা আহমেদ, মাননীয় সংসদ সদস্য-৩০৮, মহিলা আসন-০৮
০৩। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৪। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৬। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৭। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৮। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৯। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১০। সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১২। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৩। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৪। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৫। সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৬। সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৭। জনাব শাহিন আহমেদ চৌধুরী, সাবেক সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন
১৮। মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা
১৯। জনাব চেমন আরা তৈয়ব, চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ১৪৫ নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
২০। জনাব আফরোজা খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক , জয়িতা ফাউন্ডেশন, ঢাকা
২১। মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা
২২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ঢাকা
২৩। নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ১৪৫ নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
২৪। অতিরিক্ত সচিব (কার্যক্রম), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৫। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৬। অতিরিক্ত সচিব (শিশু ও সমন্বয়), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৭। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
২৮। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অধিশাখা), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৯। প্রকল্প পরিচালক, নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা
৩০। পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা
৩১। অধ্যক্ষ, ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা।
৩২। উপসচিব (নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ অধিশাখা) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৩। উপসচিব (প্লাউ), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৪। জনাব মালেকা বানু, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
৩৫। জনাব জাকিয়া কেয়া হাসান, নির্বাহী পরিচালক, দীপ্ত ফাউন্ডেশন
৩৬। জনাব নাসিমা আক্তার জলি, সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় কন্যাশিশু এ্যাডভোকেসি ফোরাম
৩৭। নির্বাহী পরিচালক, শিশু উন্নয়ন ফোরাম

০২/০২/২০২৩

(মোঃ রেজাউল হক)
সহকারী সচিব
ফোন: ৫৫১০০১০৭

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

০১. **মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।**
০২. **সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।**
০৩. **প্রোগ্রামার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।**
০৪. ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৬/০